بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ০৫মার্চ্চ ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ. الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ. مٰلِكِ يَوْمِ الدِّينِ. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)এর বিরুদ্ধে যে নৈরাজ্য মাথা চাড়া দিয়েছিল এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এই তিনজন, অর্থাৎ মুহাম্মদ বিন আবুবকর, মুহাম্মদ বিন হুযায়ফা এবং আম্মার বিন ইয়াসের বিদ্রোহীদের কথায় সায় দিয়ে তাদের সাথে যোগ দেয়। তিনি বলেন, এদের ছাড়া মদীনার অন্য কোন ব্যক্তি, সাহাবী হোন বা অন্য কেউ হোক; সেসব নৈরাজ্যবাদীর প্রতি কোন সহানুভূতি রাখতো না আর প্রত্যেকেই তাদেরকে চরমভাবে তিরস্কার ও অভিসম্পাত করতো। কিন্তু এরা (অর্থাৎ বিদ্রোহীরা) কারো তিরস্কারের তোয়াক্কা করত না। ২০ দিন পর্যন্ত তারা শুধু মৌখিকভাবেই চেষ্টা চালিয়ে যায়। অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদীরা (চাইত) কোনভাবে হযরত যেন উসমান (রা.) খিলাফত ছেড়ে দেন। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) এটি করতে পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃতি জানান এবং বলেন, খোদাতা'লা আমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা আমি খুলতে পারি না। যে যেভাবে চাইবে সেভাবে অন্যের প্রতি অন্যায়-অবিচার করবে–উম্মতে মুহাম্মদীয়াকেও আমি এমন অসহায় অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না । বিদ্রোহীদেরও তিনি বুঝাতে থাকেন যে, এ নৈরাজ্য হতে বিরত হও। তিনি বলেন, এসব লোক আজ নৈরাজ্য করে যাচ্ছে আর আমার জীবনের প্রতি তাদের অনিহা, কিন্তু যখন আমি থাকব না তখন তারা আকাঙ্খা করে বলবে, হায়! যদি উসমানের জীবনের এক একটি দিন বছরে রূপান্তরিত হতো আর তিনি আমাদের ছেড়ে না যেতেন। কেননা আমরা পর ভয়ঙ্কর রক্তপাত হবে এবং অধিকার হরণ করা হবে আর ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি ভেঙ্গে পড়বে। যেমন বনু উমাইয়্যার যুগে খিলাফত রাজতন্ত্রে বদলে গেছে এবং সেই নৈরাজ্যবাদীরা এমন শাস্তি পায় যে, সকল দুস্কৃতি তারা ভুলে যায়। যাহোক, ২০ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর এসব বিরুদ্ধবাদী বিদ্রোহীরা ভাবল, শিঘ্রই কোন সিদ্ধান্ত করতে হবে , পাছে প্রাদেশিক সৈন্য বাহিনী এসে পড়ে আর আমাদেরকে আমাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করতে হয়। তারা জানত যে, তারা ভুল (পথে রয়েছে) এবং মুসলমানদের অধিকাংশই হযরত উসমান (রা.)এর পক্ষে। এজন্য তারা হযরত উসমান (রা.)কে গৃহবন্ধী করে দেয় এবং ভেতরে পানাহার দ্রব্য যাওয়াও বন্ধ করে দেয়। তারা মনে করে, হয়তো এভাবে বাধ্য হয়ে হযরত উসমান (রা.) আমাদের দাবি মেনে নিবেন। কিন্তু তিনি (রা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্তা'লা আমাকে যে জামা পরিয়েছেন তা আমি কীভাবে খুলতে পারি? যাহোক, মদীনার ব্যবস্থাপনা ছিল সেই লোকদের হাতে আর তারা মিলে মিশরীয় বিদ্রোহীদের সর্দার গাফেকীকে নিজেদের নেতা বানিয়ে নিয়েছিল। এভাবে তখন যেন মদীনার শাসক ছিল গাফেকী। তিনি (রা.) বলেন, এ থেকে পুনরায় প্রমাণিত হয় যে, এই নৈরাজ্যের মূলহোতা ছিল মিশরীয়রা, যেখানে আব্দুল্লাহ্ বিন সাবা কাজ করছিল। হযরত উসমান (রা.)এর বাড়ি অবরোধের সিদ্ধান্ত করার পূর্ব পর্যন্ত এসব লোক মানুষের ওপর তেমন একটা চড়াও হতো না। কিন্তু অবরোধ করতেই তারা অর্থাৎ বিদ্রোহীরা অন্যলোকদের সাথে কঠোর ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। আর মদীনা তখন শান্তিধাম নয় বরং রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। তখন মদীনাবাসীর মানসম্মান হুমকির মুখে ছিল আর কেউই অস্ত্র ছাড়া ঘর থেকে বের হতো না। যারা তাদের মোকাবিলা করত তাদেরকে তারা হত্যা

করত। এরা যখন হযরত উসমান (রা.)কে অবরুদ্ধ করে এবং (গৃহের) ভেতরে পানিটুকু যাওয়াও বন্ধ করে দেয় তখন হযরত উসমান (রা.) তাঁর এক প্রতিবেশীর ছেলেকে হযরত আলী, হযরত তালহা, হযরত যুবায়ের এবং উম্মাহাতুল মু'মিনীন (রা.)এর নিকট (এ সংবাদ দিয়ে) প্রেরণ করেন যে, এরা আমাদের পানি বন্ধ করে দিয়েছে, এখন আপনারা যদি কিছু করতে পারেন তাহলে চেষ্টা করুন এবং আমাদের জন্য পানি পাঠনোর ব্যবস্থা করুন। পুরুষদের মাঝে সর্বপ্রথম হযরত আলী (রা.) আসেন । তিনি তাদেরকে বুঝাতে গিয়ে বলেন, তোমরা একি আচরণ প্রদর্শন করছ? তোমাদের ব্যবহার মু'মিনদের আচরণের সাথেও সামঞ্জস্য রাখে না আর কাফেরদের সাথেও না। হযরত উসমান (রা.)এর বাড়িতে পানাহারের সামগ্রী যেতে বাধা দিও না। হযরত আলী (রা.) বলেন, রোম এবং পারস্যের লোকেরাও যদি বন্দী করে তাহলে অন্তপক্ষে (তারাও বন্দীদের) খাবার খাওয়ায় এবং পানি পান করায়। আর ইসলামী রীতি অনুযায়ী তো তোমাদের এই কর্ম কোনভাবেই বৈধ নয়। হযরত উসমান (রা.) তোমাদের এমন কী ক্ষতি করেছেন যে, তোমরা তাকে বন্দী করা ও হত্যা করাকে বৈধ জ্ঞান করছ? হযরত আলী (রা.)এর এই উপদেশের তাদের ওপর কোন প্রভাব পড়ে নি। তারা পরিষ্কারভাবে বলে দেয় যে, যাই হোক না কেন আমরা এই লোকের কাছে দানাপানি পৌঁছতে দিব না। এটি ছিল সেই উত্তর যা তারা সেই ব্যক্তিকে দিয়েছে যাকে তারা মহানবী (সা.)এর ওসী বা তাঁর সত্যিকার স্থলাভিষিক্ত আখ্যা দিত।

অবশেষে হযরত উসমান (রা.)ও এটি অনুধাবন করতে পারেন যে, এরা সহজে মানার পাত্র না। তাই তিনি (রা.) বিভিন্ন প্রাদেশিক গভর্নরদের নামে একটি পত্র প্রেরণ করেন। যার সারাংশ হলো–হযরত আবু বকর এবং হযরত উমর (রা.)এর পর কোন আকাঙ্খা বা আবেদন ছাড়াই আমাকে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত করা হয় যাদের ওপর খলী ফা নির্বাচনের ব্যাপারে পরমার্শ করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। হযরত উসমান (রা.) যে পত্রটি লিখেছিলেন তাতে এসব কথা লিখেছিলেন। পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, এরপর আমার কোন বাসনা বা যাচনা ছাড়াই আমাকে খিলাফতের জন্য নির্বাচিত করা হয় আর আমি ঠিক সেসব কাজই করতে থাকি যেগুলো পূর্ববর্তী খলীফারা করেছেন। অধিকন্তু আমি কোন বিদা'ত বা কুসংস্কারের জন্ম দেই নি, কিন্তু কিছু লোকের হৃদয়ে অনিষ্টের বীজ বপিত হয়েছে এবং দুষ্কৃতি স্থান করে নিয়েছে আর তারা আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা আরম্ভ করে এবং মানুষের সামনে এক প্রকার কথা বলে আর হৃদয়ে ভিন্ন কথা লালন করে। আর আমার ওপর সেসব দোষ আরোপ করা আরম্ভ করে যেগুলো আমার পূর্বের খলীফাদের প্রতিও আরোপ করা হতো। কিন্তু আমি (সব) জেনেও নিরব থাকি। তারা আমার দয়ামায়ার অবৈধ সুযোগ গ্রহণ করে দুষ্টামির ক্ষেত্রে আরো সীমা ছাড়িয়ে যায়। অবশেষে কাফেরদের ন্যায় মদিনায় আক্রমণ করে বসে। অতএব আজ লোকেরা যদি কিছু করতে পারে তাহলে তারা যেন সাহায্যের ব্যবস্থা করে। অনুরূপভাবে একটি পত্র, যা হজ্জে আগমনকারীদের উদ্দেশ্যে লিখে কিছুদিন পর তিনি প্রেরণ করেন, অর্থাৎ মক্কায় হাজীদের উদ্দেশ্যে যেটি তিনি প্রেরণ করেন, তার সার কথা হলো, আমি খোদাতা'লার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আর তাঁর পুরস্কাররাজি স্মরণ করাচ্ছি। এখন কতিপয় লোক নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে আর ইসলামে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় রত আছে, কিন্তু তারা এতটুকুও চিন্তা করে নি যে, খলীফা খোদা নিযুক্ত করেন। তারা একতাকে গুরুত্ব দেয় না। যেমনটি তিনি বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا (সূরা নূর: ৫৬)। অর্থাৎ তোমাদের মধ্য থেকে ঈমান আনয়নকারী এবং যথোচিত আমলকারীদের আল্লাহ্‌তা'লা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খলীফা নিযুক্ত করবেন।

তিনি আরও লিখেন, আল্লাহ্‌তা'লা নির্দেশ দিয়েছেন যে, اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ (আলে ইমরান ঃ ১০৪) অর্থাৎ তোমরা সবাই আল্লাহ্ তা'লার রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।

এরপর তিনি বলেন, তারা মুসলিম উম্মতকে নষ্ট ও ধ্বংস করতে চায় এবং এ ছাড়া তাদের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি তাদের কথা মেনে নিয়েছিলাম এবং শাসকদের পরিবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, কিন্তু এরপরও তারা দুস্কৃতি পরিত্যাগ করে নি। এখন তারা তিনটি কথার মধ্য থেকে একটির দাবি করে। অর্থাৎ বিদ্রোহীরা তিনটি দাবি উত্থাপন করেছিল। প্রথমত ঃ যারা আমার খিলাফতকালে শাস্তি পেয়েছে আমি যেন তাদের সবার রক্তপণ বা বিনিময় আমি প্রদান করি। এটি যদি না মানি তাহে লে আমি যেন খিলাফতের আসন ছেড়ে দেই। অর্থাৎ যাদেরকে শাস্তি দিয়েছি তাদের রক্তপণ যদি আমি না দেই, তাহলে যেন আমি খিলাফতের আসন ছেড়ে দেই এবং তারা আমার স্থলে অন্য কাউকে নির্ধারণ করবে। আর এই প্রস্তাবও যদি আমি না মানি, তাহলে তারা হুমকি দেয় যে, তারা তাদের সমমনা সবাইকে এই বার্তা প্রেরণ করবে যে, তারা যেন আমার আনুগত্য থেকে বেরিয়ে যায়।

প্রথম কথার উত্তর হলো, আমার পূর্বের খলীফারাও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কখনো ভুল করলে তাদেরকে কখনো শাস্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। যদি কোন ভুল সিদ্ধান্ত হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য কোন রক্তপণ পূর্বের খলীফাগণ দেন নি আর (এর জন্য) কোন প্রকার শাস্তিও পান নি। আমিও তদ্রুপই করেছি। তাই আমার জন্য এরূপ শাস্তির ঘোষণা করার অর্থ আমাকে হত্যা করা ছাড়া আর কী হতে পারে! এরপর তিনি বলেন, খিলাফতের আসন থেকে অপসারিত হওয়া প্রসঙ্গে আমার উত্তর হলো, যদি তারা চিমটা দিয়ে আমার মাংস তুলে ফেলে তা-ও আমি মেনে নিব, কিন্তু খিলাফত থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারব না। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এই জামা পরিধান করিয়েছেন, আমি তা কখনোই ছেড়ে দিতে পারি না। বাকি রইল তৃতীয় কথা, অর্থাৎ তারা তাদের লোকজন চতুর্দিকে প্রেরণ করবে যেন কেউ আমার কথা মান্য না করে, সেক্ষেত্রে খোদার দৃষ্টিতে আমি এর জন্য দায়ী নই। তারা যদি শরীয়তবিরোধী কোন কাজ করতে চায় তবে করুক। প্রারম্ভেও তারা যখন আমার হাতে বয়আত করেছিল, তার জন্য আমি তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করিনি, তাদেরকে এতে বাধ্য করি নি যে, অবশ্যই আমার বয়আত কর। যে ব্যক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে চায়, আমি তার উক্ত কাজে সন্তুষ্ট নই আর না খোদাতা'লা এতে সন্তুষ্ট। হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) বলেন, যেহেতু হজ্জের সময় নিকটবর্তী ছিল এবং চতুর্দিক থেকে মানুষ মক্কায় একত্রিত হচ্ছিল, এই ধারণার বসবর্তী হয়ে যে, উক্ত বিদ্রোহীরা কোথাও আবার সেখানেও কোন নৈরাজ্য সৃষ্টি না করে, সেইসাথে এই কথা মনে করে যে, হজ্জের উদ্দেশ্যে সমবেত মুসলমানদের কাছে মদিনাবাসীদেরকে সাহয্যের আহ্বান জানাবেন, হযরত উসমান (রা.) হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আব্বাসকে হজ্জের আমীর বানিয়ে প্রেরণ করেন। এই নৈরাজ্যবাদীরা যখন উক্ত পত্রাদি সম্পর্কে জানতে পারে তখন তারা আরো বেশি কঠোরতা প্রদর্শন করা আরম্ভ করে দেয় আর এই সুযোগের সন্ধান করতে থাকে যে, কোনভাবে লড়াইয়ের অজু হাত হাতে আসে যেন তারা হযরত উসমানকে শহীদ করতে পারে। কিন্তু তাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল আর হযরত উসমান তাদেরকে দুষ্টামি করার কোন সুযোগ দেন নি। অবশেষে বিরক্ত হয়ে তারা এই ষড়যন্ত্র আঁটে যে, যখন রাত নামতো আর মানুষ ঘুমিয়ে পড়তো তখন হযরত উসমান (রা.)এর গৃহে তারা পাথর নিক্ষেপ করত আর এভাবে গৃহবাসীদের প্ররোচিত করত যেন উত্তেজিত হয়ে তারাও পাথর নিক্ষেপ করে এবং তারা মানুষকে বলতে পারে যে, দেখ! তারা আমাদের ওপর হামলা করেছে, তাই আমরাও প্রতিউত্তর দিতে বাধ্য হচ্ছি। কিন্তু হযরত উসমান (রা.) নিজ গৃহের সকল সদস্যকে পাল্টা জবাব দিতে নিষেধ করেন যে, কোন উত্তর দিবে না। যদিও সাহাবীদের তখন হযরত উসমান (রা.)এর কাছে একত্রিত হওয়ার সুযোগ দেয়া হতো না, তথাপি তারা নিজেদের দায়িত্বের প্রতি উদাসীন ছিলেন না। যারা বয়স্ক ও বৃদ্ধ ছিলেন এবং যাদের চারিত্রিক প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর অধিক ছিল, তারা নিজেদের সময় মানুষকে বুঝানোর জন্য ব্যয় করতেন। আর যারা তেমন প্রভাব রাখতেন না বা যুবক-বয়সী ছিলেন, তারা হযরত উসমানের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টায় রত থাকতেন। হযরত উসমান (রাঃ) চাইছিলেন না যে, তার প্রাণ রক্ষা করার অনর্থক চেষ্টায় সাহাবীদের প্রাণ যাক, আর সবাইকে তিনি এই উপদেশই দিতেন যে, তাদের সাথে সংঘাতে যেও না। তিনি চাচ্ছিলেন যতদূর সম্ভব ভবিষ্যৎ বিশৃঙ্খলা দূর করার জন্য (সাহাবীদের) সেই দল অক্ষত থাকুক যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর সান্নিধ্য লাভ করেছে। কিন্তু তাঁর বোঝানো সত্ত্বেও যেসব সাহাবীর তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছার সুযোগ হতো, তারা নিজেদের কর্তব্য পালনে ত্রুটি করতেন না এবং ভবিষ্যতের বিপদের ওপর বর্তমান বিপদকে প্রাধান্য দিতেন।

তারা হযরত উসমানের ওপর আক্রমণ করার ছুতোর সন্ধানে ছিল, আর অবশেষে সেই সময়ও এসে যায় যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কারণ হযরত উসমানের সেই হৃদয়কাঁপানো বাণী, যা তিনি হজ্জে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেছিলেন, তা হাজীদের সমাবেশে শুনিয়ে দেয়া হয় এবং মক্কা উপত্যকার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সেই শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। আর হজ্জে সমাগত মুসলমানরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, তারা হজ্জের পর জিহাদের পুণ্য থেকেও বঞ্চিত থাকবে না এবং মিশরীয় বিশৃঙ্খলাকারী ও তাদের সঙ্গী-সাথীদের নির্মূল করে ছাড়বে। বিশৃঙ্খলাপরায়ণদের গুপ্তচরেরা তাদেরকে এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে জানিয়ে দেয়। ফলে ঐসকল নৈরাজ্যবাদীদের মাঝে কঠিন ত্রাশ সঞ্চার হয়। এমনকি তাদের মাঝে কানাঘুঁষা চলতে থাকে যে, এখন এই ব্যক্তিকে (তথা হযরত উসমানকে) হত্যা করা ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর নেই আর আমরা যদি তাকে হত্যা না করি তাহলে মুসলমানদের হাতে আমরা যে মারা পড়ব-এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

অবশেষে হযরত উসমান (রা.)কে হত্যার উদ্দেশ্যে জোর করে তাঁর ঘরে প্রবেশের চেষ্টা চালালো। সাহাবীরা মোকাবিলা করেন এবং উভয়পক্ষের মাঝে ভয়ানক যুদ্ধ হয়। হযরত উসমান (রা.) যখন এই যুদ্ধের বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তিনি (রা.) সাহাবীদেরকে যুদ্ধ করতে বারণ করলেন কিন্তু সেই মুহূর্তে

তারা হযরত উসমান (রা.)কে একাকী ছেড়ে যাওয়া ইমানবিরূদ্ধ এবং আনুগত্য-পরিপন্থী জ্ঞান করেন। অবশেষে হযরত উসমান (রা.) বাইরে বেরিয়ে এলেন আর সাহাবীদেরকে নিজ গৃহাভ্যন্তরে নিয়ে গেলেন আর দরজা বন্ধ করালেন। এরপর সাহাবী এবং তার সাহায্যকারীদের পরকালের সম্পদ জমা করার জন্য ওসিয়্যত করলেন। সাহাবীদেরকে তিনি বললেন যে, যেসব সাহাবীরা বাইরে আছে অথচ যাদের নৈরাজ্যবাদীরা ভেতরে আসতে দিচ্ছে না, তাদের সবাইকে একত্রিত কর। তারা বাইরে বের হলেন এবং সমস্ত জ্যেষ্ঠ সাহবীকে একত্রিত করলেন। যখন লোকেরা একত্রিত হল তখন তিনি (রা.) ঘরের দেয়ালের ওপরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, তোমারা আমার কাছাকাছি আসো। সবাই যখন কাছাকাছি আসল তখন তিনি (রা.) বললেন, হে লোকসকল! বসে পড়। একথা শুনে সাহাবীদের সাথে বিদ্রোহীরাও বৈঠকের আবহে প্রভাবিত হয়ে বসে পড়লো। সবাই বসার পর তিনি (রা.) বলেন, হে মদীনাবাসীগণ! তোমাদেরকে আমি খোদা তা'লার কাছে সোপর্দ করছি এবং তাঁর কাছে দোয়া করি যে, তিনি যেন তোমাদের জন্য আমার পরে খেলাফতের উত্তম ব্যবস্থা করুন। আজকের পর আমি বাইরে বের হব না সেই সময় পর্যন্ত যতক্ষণ না খোদাতা'লা আমার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করেন; আর আমি কাউকে এমন কোন ক্ষমতা দিয়ে যাব না যার বলে বলিয়ান হয়ে ধর্মীয় এবং জাগতিক ক্ষেত্রে তোমাদের ওপর শাসন করবে এবং এবিষয়টি খোদা তা'লার হাতে ছেড়ে দিব, যাকে খুশি তিনি তাঁর কাজের জন্য বেছে নেবেন। এরপর তিনি (রা.) সাহাবীদের এবং অন্যান্য মদীনাবাসীকে কসম দিয়ে বলেন, তাঁর জীবনের নিরাপত্তা বিধান করতে গিয়ে তারা যেন তাদের প্রাণকে মহাবিপদের মুখে ঠেলে না দেয় এবং তারা যেন বাড়ি ফিরে যায়। তাঁর (রা.) এই আদেশ সাহাবীদের মাঝে এমন একটি বিরাট বড় মতানৈক্য সৃষ্টি করে যার কোন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না। অতএব এই আদেশ সত্ত্বেও হযরত আলী (রা.), হযরত তালহা (রা.), হযরত যুবায়ের (রা.)-এর পুত্ররা তাঁদের স্ব -স্ব পিতার আদেশ অনুযায়ী নগ্ন তরবারী নিয়ে হযরত উসমান (রা.)-এর দ্বারেই অবস্থান করেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) পাকিস্তানের ও আলজেরিয়ার আহমদীদের জন্য পুনরায় দোয়ার অনুরোধ করেন। খোৎবা শেষে হুযুর কাদিয়ানের নায়েব নাযের দাওয়াত ইলাল্লাহ্ মরহুম মোকাররম মৌলভী নজীব খান সাহেব, মোকাররম নযীর আহমদ খাদেম সাহেব, ঘানা নিবাসী জনাব আলহাজ্ব ডাক্তার ড. নানা মোস্তফা এটিবটিং সাহেবের ও রাবওয়া নিবাসী জনাব গোলাম নবী সাহেবগণের উন্নত চরিত্রের গুণাবলী বর্ণনা করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। নামায জুম্মা শেষে হুযুর মরহুমীনদের গায়েবানা নামায পড়ান।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا
مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ
رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
05 March 2021

Makeup & Distribute FROM
AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org